

কলকাতা উচ্চ আদালতে
সাংবিধানিক রিট বিচার ক্ষেত্র
আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি বিবেক চৌধুরী

এর ডব্লিউ.পি.এ /১২১০৬/১৯৯৮
মেসার্স. রামচাঁদ জগদীশ চাঁদ এবং অন্যান্য
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য & অন্যান্য।

মাননীয়ঃ

বিচারপতি বিবেক চৌধুরী

আবেদনকারীর জন্যঃ

শ্রী সাক্য সেন, উকিল,

শ্রীমতি নীলাঞ্জনা আধিয়া,

ভারত ইউনিয়নের পক্ষে উকিলঃ

শ্রী দেবপ্রিয় গুপ্ত,

রাজ্যের পক্ষে উকিলঃ

শ্রী সুপ্রতিম ধর

শুনানি শেষ হয়েছেঃ

১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

রায়ঃ

০৫ অক্টোবর, ২০২৩

বিচারপতি বিবেক চৌধুরী, :-

১. সংশ্লিষ্ট জমির বিষয়ে আবেদনকারীদের দখল নিয়ে রাষ্ট্রপক্ষের হস্তক্ষেপের কারণে তারা তাৎক্ষণিক রিট পিটিশন দাখিল করেছে। সি. এস প্লট নং.১১৮, আর. এস প্লট নং.১২৭-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পি. এস. রাজারহাটের মধ্যে মুজা মন্ডলগস্থির খাতিয়ান নং.১৩৪-এর প্রায় ১.৮ একর জমি মূলত একজন নাজিরুল হক মন্ডলের ছিল। উক্ত নাজিরুল হক মন্ডল তার দুই ছেলে তাশের আলী মন্ডল এবং আশের আলী মন্ডা, দুই মেয়ে আজিজুন্নেসা বিবি ও আঞ্জুমানেসা বিবি এবং বিধবা খায়রনেসা বিবি রেখে মারা যান। তারা উক্ত

সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারের মোহামেডান আইন অনুসারে তাদের অংশ অনুযায়ী।

২। কখনও কখনও ১৯৬১ সালে আরএস প্লট নং.১২৭-এর সঙ্গে সম্পর্কিত উল্লিখিত সিএস প্লট নং.১১৮-এর একটি অংশ সরকার ১৮৯৪ সালের ১ম আইনের অধীনে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অধিগ্রহণ করে। আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে, অধিগ্রহণের পরে উক্ত জমির পূর্ববর্তী মালিকদের মোট ৯১ দশমিক জমি ছিল। পরবর্তীকালে, রাজ্য সরকার উক্ত ৯১ দশমিক জমির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মালিকদের দখলে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে যা পূর্ববর্তী মালিকদের সিও ১৪৭৭৭ (ডাব্লু)/১৯৯৮ হিসাবে একটি রিট পিটিশন দায়ের করতে বাধ্য করেছিল। উক্ত রিট পিটিশনটি মাননীয় এন কে মিত্র, বিচারপতি দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। যেহেতু তাঁর প্রভুত্ব তখন ২২২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে রিট আবেদনকারীদের নোটিশ দেওয়ার পরে আইন অনুসারে যথাযথ কার্যধারা উল্লেখ না করে বিতর্কিত জমির মালিকদের দখল এবং/অথবা দখল নিয়ে কোনওভাবেই হস্তক্ষেপ করা থেকে বিবাদীদের বিরত রাখে। এরপরে, পূর্ববর্তী মালিকরা উক্ত জমির নিরবচ্ছিন্ন দখলে ছিলেন এবং রাজ্য সরকার বা অন্য কোনও কর্তৃপক্ষ উক্ত পূর্ববর্তী মালিকদের নোটিশ দিয়ে উক্ত জমি অধিগ্রহণের জন্য কোনও কার্যধারা শুরু করেননি।

৩. এরপরে, উক্ত জমির পূর্ববর্তী মালিকরা ১৯৯৭ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর আবেদনকারীদের সাথে বিক্রয়ের জন্য চুক্তি সম্পাদন করেন এবং ১৯৯৮ সালের ৫ই জানুয়ারি আবেদনকারীরা তাদের বিক্রেতাদের দ্বারা তাদের ভাগের জমির ক্ষেত্রে পৃথক দলিলের ভিত্তিতে উক্ত জমি কিনে নেন। এটি আবেদনকারীদের দ্বারাও বলা হয়েছে যে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য

উক্ত জমিটি সমস্ত প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত ছিল, আবেদনকারীরা সম্পত্তির উপর তার/তাদের দাবি জানাতে আগ্রহী যে কোনও ব্যক্তিকে অবহিত করে ওয়াইড পেপার প্রকাশনা করেছিলেন। যেহেতু জমি হস্তান্তরের বিষয়ে কোনও আপত্তি ছিল না এবং রেজিস্ট্রেশন অফিসে যথাযথ অনুসন্ধানের পরে, এটি নিশ্চিত করা হয়েছিল যে উক্ত জমিটি সমস্ত প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত ছিল, আবেদনকারীরা ৫ জানুয়ারী, ১৯৯৮-এ উক্ত জমি কিনেছিলেন। জমি কেনার পরে দখল আবেদনকারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল এবং তারা কোনও বাধা ছাড়াই বিষয় জমির দখলে রয়েছে।

৪. আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে আবেদনকারীরা তাদের ব্যবসার জন্য একটি শোরুম এবং ওয়ার্কশপ নির্মাণের উদ্দেশ্যে উক্ত জমিটি কিনেছিলেন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবাসন বিভাগের আধিকারিক আবেদনকারী এবং তাদের কর্মীদের উপরোক্ত জমিতে কোনও কাজ করতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং তারা হুমকি দিয়েছিলেন যে আবেদনকারীরা যদি কোনও ধরনের কাজ করে তবে তাদের গুরুতর পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। আবেদনকারীরা আরও যুক্তি দেখিয়েছেন যে উক্ত জমিটি কখনই অধিগ্রহণ করা হয়নি বা রাজ্যের হাতে ন্যস্ত করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবাসন বিভাগের আবেদনকারীদের শান্তিপূর্ণ দখলের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি করার কোনও অধিকার নেই। আবেদনকারীদের নির্দিষ্ট কাজটি ভারতীয় সংবিধানের ১৪, ১৬, ২১ এবং ৩০০এ ধারার বিধান লঙ্ঘন করে, কারণ বিবাদীদের পক্ষ থেকে অদ্ভুত এবং অব্যঞ্জিত পদক্ষেপের ফলে আবেদনকারীরা তাদের জীবন ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হবেন।

৫. বিষয়গত যুক্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীরা নিম্নলিখিত প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা করেছেন:-

ক) রিটের ২ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত জমির বিষয়ে আবেদনকারীর দখল, অধিকার এবং স্বত্বের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করার জন্য উত্তরদাতাদের নির্দেশ দিয়ে ম্যান্ডামাসের মতো করে লিখুন এবং আরও নির্দেশ দিন যে আবেদনকারীদের দখল সম্পর্কিত যে কোনও উপায়ে আবেদনকারীকে বিরক্ত করবেন না।

খ) আপনার লর্ডশিপগুলি উপযুক্ত এবং যথাযথ বলে মনে হতে পারে এমন সময়ের মধ্যে এই তাত্ক্ষণিক মামলার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কাগজপত্র এবং নথি এই মাননীয় আদালতে আনার জন্য উত্তরদাতাদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য সার্টিওয়ারি প্রকৃতির লিখুন এবং আবেদনকারীদের পিছনে যদি কোনও অবৈধ আদেশ চলে যায় তবে তা বাতিল করুন।

গ) এই আবেদনের ২ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত জমির বিষয়ে আবেদনকারীদের দখলে হস্তক্ষেপ করা থেকে উত্তরদাতাদের তাদের প্রতিনিধি এবং অধস্তনদের যে কোনও উপায়ে এবং আবেদনকারীদের যে কোনও আকারে তাদের পূর্বোক্ত জমির বিষয়ে আরও বিরক্ত করা থেকে বিরত রাখার একটি আদেশ।গ

ঘ) প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে নিসিকে শাসন করুন (ক) (খ), এবং (গ) উপরে;

ঙ) প্রার্থনার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন ক্রম

(চ) উপরে;

ছ) খরচ বা খরচ; "

৬। সহকারী ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা মধুসূদন কর্মকার, বিবাদী নং ২ এবং ৩ এর পক্ষে একটি বিরোধিতামূলক হলফনামা দাখিল করেছেন। বিবাদীরা আবেদনকারীদের মামলাটি সুনির্দিষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন। উত্তরদাতারা দাখিল করেছেন যে রাজ্য সরকার কলকাতা থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত নূরুল ইসলাম সরণি নামক সুপার এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের জন্য মৌজা মন্ডলগাঁথির আরএস প্লট নং ১২৭ এর সাথে সম্পর্কিত সিএস দাগ নং ১১৮ এর ১.৮০ একর জমির মধ্যে ১.৬২ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে। জমি অধিগ্রহণের পর, মূল মালিকদের ক্ষতিপূরণ এবং ১৮৯৪ সালের আইন ১ এর অধীনে ১৯৬৩ সালে কখনও কখনও রায় দেওয়া হয়েছিল।

পরবর্তীকালে, আরেকটি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অবশিষ্ট ১৮ দশমিক জমি একটি স্যাটেলাইট টাউনশিপ নির্মাণের জন্য ১ বছরে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। তবে, উত্তরদাতারা রাজ্যের উত্তরদাতাদের দ্বারা ১৮ দশমিক জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে কোনও নথি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন।

৭. ১৮ জুলাই, ২০২৩ তারিখে যখন বিষয়টি শুনানির জন্য আসে, তখন আদালত বিবাদী নং ২-এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীকে মামলার যথাযথ বিচারের জন্য সমস্ত নথি প্রকাশ করে একটি হলফনামা আকারে একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। উত্তর ২৪ পরগনার সহকারী ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা তার সাথে সংযুক্ত সমস্ত নথি সহ একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। বিবাদী নং ২-এর পক্ষে এটি দাখিল করা হচ্ছে যে মন্ডলগাঁথি মৌজার মধ্যে মোট ১.৮০ একর আয়তনের আরএস প্লট নং ১২৭-এর সাথে সম্পর্কিত সিএস প্লট নং ১১৮-এ রেকর্ডকৃত বিষয় জমিটি ১৮৯৪ সালের আইন ১ এর অধীনে ১৯৬১-৬২ নং ডি-৬/৪-এর একটি জমি অধিগ্রহণ কার্যধারায় একটি সুপার হাইওয়ে নির্মাণের জন্য মূলত অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। ১৮৯৪ সালের আইন ১ এর ধারা ৪ এর অধীনে বিজ্ঞপ্তিটি ১২ এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে কলকাতা গেজেট এক্সট্রাঅর্ডিনারিতে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর, ধারা ৬ এর অধীনে একটি ঘোষণাও প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত প্রতিবেদনের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তালিকা অনুসারে উক্ত জমির পূর্ববর্তী মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছিল।

৮. পরবর্তীকালে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন বিভাগের প্রস্তাব অনুসারে, যা বর্তমানে নগর উন্নয়ন বিভাগ নামে পরিচিত, মৌজা মণ্ডলগাঁথির মধ্যে ৬৯.২০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে দমদম রাজারহাট এলাকায় স্যাটেলাইট টাউনশিপ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৬৩-৬৪ সালের এলএ মামলা নং ৪/৬০ নামে আরেকটি এলএ মামলা শুরু করা হয়।

উক্ত অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অবশিষ্ট ১৮ দশমিক জমিও অন্তর্ভুক্ত ও অধিগ্রহণ করা হয়। উক্ত কার্যধারায় ১৯৬৩ সালের ২৮শে নভেম্বর ৪ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং ১৯৬৯ সালের ১১ই জানুয়ারি ৬ ধারার অধীনে ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। এইভাবে, মুজা মন্ডলগস্থির ১ কোটি টাকার প্লটের পুরো জমি রাজ্য সরকার একটি সুপার হাইওয়ে নির্মাণের জন্য এবং পরবর্তীকালে স্যাটেলাইট টাউনশিপ নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণ করে। উক্ত প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যায় যে, গণপূর্ত বিভাগ সুপার হাইওয়ে নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থা, যার পক্ষে ১ লক্ষ ৬২ হাজার একর জমি জমি হস্তান্তর করা হয়েছিল, ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের পক্ষে ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখের আদেশে জমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের পক্ষে জমি হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীকালে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২য় ব্যাটালিয়ন, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে জাতীয় দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনীকে স্থাপন করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে হস্তান্তরের দলিল কার্যকর করে ৫টি প্লট সহ ২য় একর জমি হস্তান্তর করে। উক্ত হস্তান্তরের মধ্যে জমির অবশিষ্ট ১৮ দশমিক জমি নং.১২৭ জড়িত ছিল। উত্তরদাতা নং ২ বলেছেন যে যেহেতু ডাগের জমির পুরো প্লটটি ১৮৯৪ সালের ১ নং আইনের অধীনে দুটি এলএ কার্যধারা দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, তাই জমির পূর্ববর্তী মালিকদের আবেদনকারীদের পক্ষে সম্পত্তি বিক্রি করার কোনও অধিকার, মালিকানা এবং সুদ ছিল না। আবেদনকারীরা এর ভিত্তিতে উক্ত সম্পত্তির উপর কোনও মালিকানা দাবি করতে পারবেন না তাদের ক্রয়।

৯। আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী শ্রী সাখ্যা সেন বলেন যে, ২ নং উত্তরদাতার পক্ষ থেকে দাখিল করা হলফনামা আকারে প্রতিবেদনটি পর্যালোচনার পর এটি নিশ্চিত করা হয় যে, ১ লক্ষ ৬২ হাজার একর জমি অধিগ্রহণের পর রাজ্য সরকার অবশিষ্ট ১৮ দশমিক জমিও অধিগ্রহণ করে, কিন্তু পূর্ববর্তী মালিকদের বা পরবর্তী ক্রেতা আবেদনকারীদের কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। এটি আর অবিচ্ছেদ্য বিষয় নয় যে, একটি অর্পিত জমির ক্ষেত্রে পরবর্তী ক্রেতার ক্ষতিপূরণ দাবি করা ছাড়া সম্পত্তির উপর কোনও অধিকার নেই। অতএব, আবেদনকারীরা পরবর্তী ক্রেতা হওয়ায় জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনর্বাসনে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ও স্বচ্ছতার অধিকার আইন, ২০১৩ অনুসারে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী, যেহেতু, ১৮৯৪ সালের ১ নং আইন বাতিল করা হয়েছে।

১০। শ্রী সেন বলেন যে, ক্ষতিপূরণ মূল্যায়নের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে, যেহেতু ১৮৯৪ সালের ১ম আইনটি ২০১৩ সালের আইন দ্বারা বাতিল ও প্রতিস্থাপিত হয়েছিল, তাই আবেদনকারীরা বর্তমান আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয় যে, এই বিষয়ে আইনটি এই অর্থে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে যে, যে ব্যক্তি ধারা ৪-এর বিজ্ঞপ্তি জারি করার পরে জমি কেনেন, তিনি অধিগ্রহণের কার্যধারার বৈধতাকে যে কোনও ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম নন, কারণ তাঁর পক্ষে সম্পাদিত বিক্রয় দলিল তাঁকে কোনও অধিকার প্রদান করে না এবং সর্বাধিক তিনি করতে পারেন, বিক্রেতার মালিকানার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন

।

১১. উপরোক্ত নীতিটি ভি. চন্দ্রশেখরন ও আরেকজন বনাম প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও অন্যান্য, (২০১২) ১২ এস. সি. সি ১৩৩ এবং গাইন চাঁদ বনাম গোপাল ও অন্যান্য, (১৯৯৫) ২ এস. সি. সি ৫২৮, ইয়াদু নন্দ গর্গ বনাম রাজস্থান রাজ্য ও অন্যান্য, এ. আই. আর ১৯৯৬ এস. সি ৫২০, জয়পুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বনাম মহাবীর হাউজিং কোপ। সোসাইটি, জয়পুর ও আনার, (১৯৯৬) ১১ এস. সি. সি ২২৯-এ বর্ণিত হয়েছে। একই নীতিটি ইউ. পি. জল নিগম বনাম কালরা প্রোপার্টিজ (পি) লিমিটেড, ইউ. পি. জল নিগমের ৩ অনুচ্ছেদে মহামান্যের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

"৩..... এটি আইনত প্রতিষ্ঠিত যে ধারা ৪(১) এর অধীনে প্রজ্ঞাপন গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর, মালিক কর্তৃক সৃষ্ট কোনও দায়বদ্ধতা সরকারকে বাধ্য করে না এবং ক্রেতা সম্পত্তির কোনও মালিকানা অর্জন করে না। এই ক্ষেত্রে, ধারা ৪(১) এর অধীনে প্রজ্ঞাপন ২৪-৩-১৯৭৩ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল; জমির দখল ৫-৭-১৯৭৩ তারিখে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং পাম্পিং স্টেশন হাউসটি নির্মাণ করা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে, ধারা ৬ এর অধীনে ঘোষণাটি পরবর্তীতে ৮-৭-১৯৭৩ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। ধারা ১৭(৪) এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়েছিল ধারা ৫-ক এর অধীনে তদন্তের মাধ্যমে এবং ধারা ৯ এর অধীনে নোটিশ জারির মাধ্যমে দখল নেওয়া হয়েছিল, কারণ জরুরি অবস্থা ছিল অর্থাৎ বন্যার পানি নিষ্কাশনের জন্য পাম্পিং স্টেশন হাউস নির্মাণ করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, ধারা ১৭(২) এর অধীনে জমিটি সমস্ত দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে রাজ্যের উপর ন্যস্ত ছিল। আইন অনুসারে, দখল হস্তান্তরের পর, ধারা ১৭(২) কার্যকর হলে, জমি রাজ্যের সকল দায়মুক্ত হবে, যদি না ধারা ৪৮(১) এর অধীনে অধিগ্রহণ প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি গেজেটে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৪ সালের আইন ৬৮ দ্বারা সংশোধিত ধারা ১১-ক প্রযোজ্য হয় না এবং অধিগ্রহণটিও বাতিল হয় না। ধারা ৪(১) এর অধীনে প্রজ্ঞাপন এবং ধারা ৬ এর অধীনে ঘোষণাপত্র বৈধ থাকে। আইনের অধীনে অধিগ্রহণকৃত জমি হস্তান্তরের অন্য কোনও বিধান নেই যদি না পূর্বে বলা হয়েছে, ধারা ৪৮(১) এর অধীনে প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় এবং তার অনুসারে দখল সমর্পণ করা হয়। এছাড়াও, যেহেতু মেসার্স কালরা প্রোপার্টিজ, ধারা ৪(১) এর অধীনে প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পরে বিবাদী জমিটি কিনেছিলেন,

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এর বিক্রয় অকার্যকর, এবং এটি জমির উপর কোনও অধিকার, মালিকানা বা সুদ অর্জন করেনি। ফলস্বরূপ, এটি নিষ্পত্তি আইন যে এটি ৬ ধারার অধীনে ঘোষণা প্রকাশের আগে প্রজ্ঞাপনের বৈধতা বা জমি দখল করার নিয়মিততাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না।

১২। আবেদনকারীরা বর্তমানে পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ দাবি করছেন, ২০১৩ সালের আইনের ধারা ২৪ অনুযায়ী :-

"ধারা ২৪ এইভাবে চলে:- (১) এই আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪-এর অধীনে যে কোনও ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে।

(ক) যেখানে উক্ত জমি অধিগ্রহণ আইনের ১১ ধারার অধীনে কোনও রায় দেওয়া হয়নি, সেখানে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ সম্পর্কিত এই আইনের সমস্ত বিধান প্রযোজ্য হবে; অথবা

(খ) যেখানে উক্ত ধারা ১১-এর অধীনে কোনও রায় দেওয়া হয়েছে, সেখানে উক্ত জমি অধিগ্রহণ আইনের বিধানের অধীনে এই ধরনের কার্যক্রম এমনভাবে চলতে থাকবে, যেন উক্ত আইনটি বাতিল করা হয়নি।

(২) উপ-ধারা (১) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ (১৮৯৪-এর ১)-এর অধীনে শুরু হওয়া জমি অধিগ্রহণ কার্যধারার ক্ষেত্রে, যেখানে এই আইন চালু হওয়ার পাঁচ বছর বা তার বেশি আগে উক্ত ধারা ১১-এর অধীনে কোনও রায় দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জমির প্রকৃত দখল নেওয়া হয়নি, বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি, সেখানে উক্ত কার্যধারা বাতিল হয়ে গেছে বলে মনে করা হবে এবং উপযুক্ত সরকার, যদি চায়, এই আইনের বিধান অনুসারে নতুন করে জমি অধিগ্রহণের কার্যধারা শুরু করবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে কোনও পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এবং অধিকাংশ জমির সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়নি, সেখানে উক্ত জমি অধিগ্রহণ আইনের ৪ ধারার অধীনে অধিগ্রহণের জন্য প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সমস্ত সুবিধাভোগী এই আইনের বিধান অনুসারে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবেন।

১৩। ধারা ২৪ (২)-এর একটি সরল পাঠ থেকে জানা যায় যে, ১৮৯৪ সালের ১ম আইনের অধীনে শুরু হওয়া জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রমে যদি আইনটি চালু হওয়ার পাঁচ বছর বা তার বেশি আগে ১১ ধারার অধীনে কোনও রায় দেওয়া হয়, তবে জমির প্রকৃত দখল নেওয়া হয়নি বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি, তবে উক্ত কার্যধারাটি বাতিল হয়ে গেছে বলে মনে করা হবে এবং রাজ্য সরকার যদি চায় তবে ২০১৩ সালের আইনের বিধান অনুসারে এই ধরনের জমি অধিগ্রহণের নতুন প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে।

১৪। (২০১৯) ১০ এস. সি. সি ২২৯-এ রিপোর্ট করা শিব কুমার ও অন্যান্য বনাম ভারত ইউনিয়ন ও অন্যান্য মামলায়, সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চ বলে যে ২৪ (২) ধারার বিধানটি ক্রেতা/মালিকদের ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার মামলা নয়। একমাত্র মামলাটি সেট আপ করা হয়েছে যে প্রকৃত দখল নেওয়া হয়নি এবং দখল নেওয়ার কার্যধারা ২০১৩ সালের আইনের ২৪ (২) ধারার অধীনে বিধানগুলির সুবিধা নেওয়ার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছে। যেখানে আবেদনকারীরা স্বীকার করেন যে ১৮ দশমিক জমির দখল ১৯৬৩-৬৪-এর কোনও এক সময় নেওয়া হয়েছিল, ধারা ২৪ (২) আকৃষ্ট হয় না।

১৫. শিব কুমার (সুপ্রি) মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছে যে, ধারা ২৪(২) এর শর্তাবলী ধারা ৪ এর বিজ্ঞপ্তির পরে কোনও ক্রেতাকে স্বীকৃতি দেয় না, কারণ এতে বলা হয়েছে যে, যেখানে কোনও রোয়াড দেওয়া হয়েছে এবং বেশিরভাগ জমির ক্ষতিপূরণ সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হয়নি, সেখানে ১৮৯৪ সালের আইনের অধীনে জারি করা অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সমস্ত সুবিধাভোগী ধারা ৪ এর বিজ্ঞপ্তির বিধান অনুসারে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবেন, যাদের ২০১৩ সালের আইনের বিধান অনুসারে উচ্চতর ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়নি।

১৬. ইন্দোর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বনাম মনোহরলাল ও অন্যান্যদের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পাঁচজন বিচারপতির বেঞ্চে (২০২০) ৮ এস. সি. সি ১২৯-এ বলা হয়েছে যে, যেখানে ২০১৩ সালের আইন শুরুর তারিখের পাঁচ বছর বা তার বেশি আগে ১৮৯৪ সালের আইনের ১১ ধারার অধীনে রায় দেওয়া হয়েছে এবং ২৪ (২) ধারায় নির্দিষ্ট দুটি শর্ত সংহতভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, (ক) অধিগ্রহণকৃত জমির দখল নেওয়া হয়নি এবং (খ) ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। এই শর্তগুলির মধ্যে একটি পূরণ না হলেও, ১৮৯৪ সালের আইনের অধীনে অধিগ্রহণের কার্যধারা বাতিল হবে না। আরও বলা হয়েছে যে, ধারা ২৪ (২)-এ উল্লিখিত দুটি শর্তের মধ্যে ধারা ২৪ (২)-এ ব্যবহৃত "বা" শব্দটিকে "না" বা "এবং" হিসাবে পড়তে হবে। এর কারণ হল, যেখানে দুটি নেতিবাচক শর্ত বা দুটি নিষেধাজ্ঞাকে "বা", "কথিত" বা "হিসাবে পড়তে হবে" এবং না "শব্দের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং, ইন্দোর উন্নয়নে বলা হয়েছে যে, যদি ১৮৯৪ সালের ১ নং আইনের অধীনে অধিগ্রহণের কার্যক্রমে দখল নেওয়া হয়, কিন্তু ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হয়, তবে কোনও বিলম্ব হবে না। ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলেও দখল না নেওয়া হলে কোনও বিলম্ব হবে না।

১৭. তাৎক্ষণিক মামলায়, আবেদনকারীরা এই বিরোধিতা করেননি যে ১৯৬৩-৬৪ সালের কোন এক সময়ে ১৮৯৪ সালের ১ নম্বর আইনের অধীনে রাজ্য সরকার ১৮ শতাংশ জমির দখল নিয়েছিল। আবেদনকারীরা পরবর্তী ক্রেতা যারা ১৯৯৮ সালে, অর্থাৎ জমি অধিগ্রহণের প্রায় ৩৪ বছর পর, উক্ত সম্পত্তি কিনেছিলেন। যেহেতু বিক্রেতাদের প্রশ্নবিদ্ধ সম্পত্তির উপর কোনও অধিকার, স্বত্ত্ব এবং স্বার্থ ছিল না, তাই আবেদনকারীদের পক্ষে বিক্রেতাদের দ্বারা করা বিক্রয় শুরু থেকেই বাতিল বলে গণ্য হবে। পরিদর্শনের পর থেকে এটি বাতিল হয়ে গেছে, যেন কোনও বিক্রয়ই হয়নি।

১৮। উত্তরদাতারা অবশ্য প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে আবেদনকারীদের বিক্রেতাদের ১৮৯৪ সালের ১ম আইনের বিধান অনুসারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। শিব কুমার (উপরে) এবং ইন্দোর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (উপরে)-এর ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, ক্রেতারা কেবল ১৮৯৪ সালের ১ম আইনের অধীনে উপলব্ধ ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন। জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনর্বাসনে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ও স্বচ্ছতার অধিকার আইন, ২০১৩-এর অধীনে ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকারী নন।

১৯. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের সাথে, তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনটি প্রতিযোগিতায় নিষ্পত্তি করা হয়, তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

২০। আবেদনকারীরা ১৮৯৪ সালের ১ নং আইনের বিধান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকারী যেন উক্ত আইনটি বাতিল করা হয়নি এবং অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ হয়নি।

(বিচারপতি বিবেক চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly